গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.dgda.gov.bd

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ ও কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) **এর গণশুনানী-এর কার্যবিবরণী**

সভাপতি	ঃ জনাব মোঃ রুহুল আমিন পরিচালক (চঃ দাঃ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
স্থান	ঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	ঃ ০৮ ই ডিসেম্বর, ২০১৬, বিকাল ৪.০০ ঘটিকা

আলোচনা ঃ

গণশুনানীর আহ্বায়ক ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক (চঃ দাঃ) জনাব মোঃ রুহুল আমিন মহোদয় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ক্রমিক নং	কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর পক্ষ হতে উত্থাপিত বিষয়	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বক্তব্য
১)	দুই দিনের মধ্যে গণশুনানীর সিদ্ধান্ত এবং আজ ১১ টার সময় আমরা এই গণশুনানী সংক্রান্ত নোটিশ পাই। যা মোটেও কাম্য নয়। গণশুনানী এত জরুরী ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত করার হেতু কি এবং এতে করে কি জনগণের প্রত্যাশাপূরণ সম্ভব।	গণশুনানীর আহ্বান পত্র ০৬/১২/১৬ তারিখে ইস্যু করা হয়, যা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট ও নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়েছে এবং কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর অফিসে লোক মারফত প্রেরণ করা হয়েছে। এর পর পর্যাপ্ত সময় পূর্বেই গণশুনানীর নোটিশ ইস্যু করা হবে।
২)	দেশে বর্তমানে ১ হাজার ৪০০ জেনেরিকের ২৭ হাজার ব্রান্ড ঔষধ তৈরি হয় যার মধ্যে মাত্র ১১৭ জেনেরিকের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে সরকারের, বাকিগুলি নয় কেন? যার ফলে ঔষধ বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। ঔষধ কোম্পানীগুলি তাদের নিজেদের খামখেয়ালী মত ঔষধের দাম নির্ধারণ করে যাচ্ছে। এর ফলে দেশের জনসাধারণ চরমভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।	১৯৯৪ সালের সরকারি আদেশ অনুযায়ী ১১৭ টি জেনেরিক ঔষধের মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য ঔষধের মূল্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ভ্যাট প্রদানের নিমিত্তে মূল্য সনদ প্রদান করে। এক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মূল্যের সাথে তুলনা করা হয়, মূল্য প্রায় সমান সমান হলে তবেই মূল্য সনদ প্রদান করা হয়।
৩)	ঔষধ প্রশাসন আইন ১৯৪০ ও ঔষধ নীতিমালা ১৯৮২ দ্বারা বর্তমান ঔষধ প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ে ও পরিস্থিতির সাথে এ মোটেও যুগোপোযোগী নয়। তাই ঔষধ আইন ও নীতিমালা যুগোপযোগী করার দাবি জানাচ্ছি।	জাতীয় ওষুধনীতি-২০০৫ কে যুগপোযোগী করে জাতীয় ওষুধনীতি-২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। দ্যা ড্রাগ অ্যাক্ট-১৯৪০ এবং দ্যা ড্রাগ (কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স -১৯৮২ সমন্বয় করে বাংলায় একটি ড্রাগ আইন প্রণয়নপূর্বক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৪)	বর্তমানে ৪০০ ঔষধ কোম্পানীর লাইসেন্স রয়েছে। এর মধ্যে ১৯০টি কোম্পানী উৎপাদনে রয়েছে। বাকি কোম্পানীগুলি এ লাইসেন্স প্রাপ্তির সুযোগে বিদেশ থেকে আমদানি করে বিভিন্ন কোম্পানী ও খুচরা বাজারে বিক্রয় করে যাচ্ছে। যার ফলে মানহীন কাঁচামালের প্রাপ্তির ফলে রোগ তো সাড়ছেই না উল্টো আরো ননাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।	বর্তমানে বাংলাদেশে এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬৭টি। যার ফাংশনাল রয়েছে ২০৭টি। এ পর্যন্ত ১৫টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং সাময়িক বাতিলকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩টি। এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মিত পরিদর্শন করা হয় এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে যাবতীয় ব্যবস্থাদি মূল্যায়ণ করা হয়। যে কোন ধরনের অব্যবস্থাদি পরিলক্ষিত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ক্রমিক নং	কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর পক্ষ হতে উত্থাপিত বিষয়	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের বক্তব্য
৫)	ড্রাগ লাইসেন্স এর নীতিমালায় পাইকারি ঔষধ ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতায় না আনার ফলে এসকল পাইকারি ব্যবসায়ীরা নিম্নমানের ভেজাল সম্পন্ন ঔষধ সারাদেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে।	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে খুচরা ও পাইকারী উভয় প্রকার ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
৬)	সারা বিশ্বে ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম, কেটুপ্রোপেনসহ স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ বিক্রয় বন্ধ হলেও আমাদের দেশে এসব ঔষধ মুড়িমুড়কির মত বিক্রয় হচ্ছে।	ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম প্রাণীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ প্রাণীদের শরীরে ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম এর অবশিষ্ঠাংশ থাকলে ঐ সকল প্রাণীর মৃতদেহ শকুন খেলে শকুন মারা যায়। কিন্তু মানুষের জন্য ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম, কেটুপ্রোপেনসহ স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ নিষিদ্ধ করা হয়নি। এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ।
৭)	ফুড সাপ্লিমেন্ট ও ক্যালসিয়াম জাতীয় বিদেশী নামকরণে ঔষধ বাজারে সয়লাব হলেও এ ব্যাপারে আজ অবধি কোন পদক্ষেপ নিতে আমরা লক্ষ্য করি নাই। ডাক্তাররাও অহরহ রোগীদের প্রেসক্রিপশনে এসকল ঔষধের নাম লিখে যাচ্ছেন। যা উচ্ছমূল্যে রোগীরা ক্রয় করে প্রতারিত হচ্ছে।	নকল, ভেজাল, আনরেজিস্টার্ড ঔষধের বিরুদ্ধে সারাদেশব্যাপী ঔষধ প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত আছে। ২০১৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ড্রাগ কোর্টে ৪০ টি, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ৪৩ টি এবং মোবাইল কোর্টে ২০৫৩ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং আনুমানিক ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের নকল, ভেজাল, আনরেজিস্টার্ড ঔষধ জব্দ করা হয়েছে। যে সমস্ত ফুড সাপ্লিমেন্টে থ্যারাপিউটিক ক্লেম করা হয় সেগুলোকেও জব্দ করে মামলা দায়ের করা হয়।
৮)	দেশের সকল পানের দোকান ও মুদি দোকানে ঔষধ বিক্রয় বন্ধ করতে হবে।	ড্রাগ লাইসেন্সবিহীন যে কোন দোকানে ঔষধ বিক্রি নিষিদ্ধ। সমগ্র দেশব্যাপী মুদির দোকান ও পানের দোকানে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছেন। এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।
৯)	প্রত্যেক জেলা ড্রাগসুপারদের কর্মকান্ড নিয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে। তাই এসকল ড্রাগ সুপারদের কর্মকান্ড নজরদারির আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের দৈনিক কর্মকান্ড মনিটরিং এর জন্য অনলাইন ভিত্তিক রিপোর্টিং সিস্টেম এবং ড্যাশবোর্ড ভিত্তিক মনিটরিং সিস্টেম রয়েছে। এতে করে কর্মকর্তাদের জবাব দিহীতা নিশ্চিত হচ্ছে।
১০)	প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য পল্লী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল সরকার। অথচ এরা নিজেদের নামের সাথে ডাক্তার লিখে প্রেসক্রিপশন করে অপচিকিৎসা করে থাকেন।	ডাক্তারদের কন্ট্রোলিং অথরিটি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর না, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১১)	এন্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে সেপোলসপোরিন গ্রুপের ৩য় প্রজন্ম কাজ করছে না। ডাক্তাররাও অহরহ এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন করে থাকেন যার ফলে এসকল এন্টিবায়োটিক ড্রাগ রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে।	অ্যান্টোবায়োটিক রেজিস্টেন্স এর উপরে দেশব্যাপী কাজ করার জন্য GARP Bangladesh গঠিত হয়েছে, যার সেক্রেটারিয়েট অফিস ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে অবস্থিত। GARP Bangladesh এর একজন কোঅরডিনেটর রয়েছেন, যিনি এ বিষয়ে Government Regulatory Authority কে সহযোগীতা করে যাচ্ছেন। Antibiotic Resistance Containment work এর জন্য একটি National Action Plan প্রণয়নের কাজ চলছে। ফার্মেসীতে পোস্টারের মাধ্যমে এবং ঔষধের বিজ্ঞাপনের সাথে অ্যান্টোবায়োটিক রেজিস্টেন্স এর বিষয়ে জনসচেতনতা মূলক স্লোগান প্রচার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
১২)	ডায়াগনোসিস সেন্টারগুলি পরীক্ষার বিল একটি নীতি মালার আওতায় এনে জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।	ডায়াগনোসিস সেন্টারগুলি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর আওতাভূক্ত নয়।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় পরিচালক (চঃ দাঃ) মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১৪/১২/১৬

মোঃ রুহুল আমিন
পরিচালক (চঃ দাঃ)
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

বিতরণঃ

১. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর মহোদয় এর ব্যক্তিগত সহকারী।
২. কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
মহাখালী
ঢাকা-১২১২
www.dgda.gov.bd

গণশুনানীতে উপস্থিতি

তারিখঃ ০৮/১২/২০১৬ সময়ঃ বিকাল ৪:০০ ঘটিকা।

বিষয়ঃ সাধারনজনগন ও কনজ্যুমার এসোসিয়েশনের সাথে অনুষ্ঠিত গণশুনানী

ক্রমিক নং	নাম, পদবী, প্রতিষ্ঠান	ই-মেইল, মোবাইল নং	স্বাক্ষর
০১.	SM Nazer Hossain Vice President CAB	cabdhaka2013@gmail.com 01711340054	[signature]
০২.	mohiuddin ahmed CAB	mohiuddin73ahmed@gmail.com 01976-203760	[signature]
০3.	Ahmad Ekramullah Program Coordinator CAB	cabdhaka2013@gmail.com	[signature]
০4.	Anwar Faruq	cabdhaka2013@gmail.com 01716314629	[signature]
05.	Md. Ali Hazari / CAB	01715-524697 hazari_twe@hotmail.com	MAHazari